The Daily Star
Date: 25-02-2015 Page 06, Col 1-2 Size: 12 col*inc

Amartya at his public lecture

His scholarly insights have a guiding relevance

AT a hugely attended public lecture by Amartya Sen, courtesy of Prothom Alo and CPD on Monday, the Nobel Laureate, made some path-shinning comments of practical relevance to contemporary affairs in the subcontinent. In precise terms, he advocated development with a strong human content and democracy with liberty and free discourse.

He simply says that economic growth and human development are intertwined. Economic progress makes resource available for human development based on quantum and qualitative leaps in education and health sectors. Governments will have to invest there in a seminal way. For he underscores the point that in no country, without the government having made critical investments in universal education and healthcare systems, has the private sector come forward in such spheres. By keeping a larger proportion of people in ill-health and uneducated can economic progress be sustained in the long run?

Amartya Sen has had words of praise for Bangladesh – we are ahead of India in terms of education spread, healthcare, women's empowerment and gender equity. So far so good, but in one respect, to our mind, both countries have a similarity which is in their highly skewed income distribution patterns.

On democracy, his observations are equally convincing. He thinks that democracy in India or Bangladesh will take time to reach a state of relative perfection. In any political discourse, the quest for improvement is important. If we are looking to improve democracy, there is no alternative to seeking it through discussion. But Amartya laments that the space for discussion is shrinking day by day. None can disagree with him.

যুগান্তর
Date25-02-2015 Page 04, Col 1-2 Size: 12 col*inc

অমর্ত্য সেনের বক্তৃতা

মানবিক প্রগতির তাগিদ

বিশ্ববরেণ্য অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সোমবার রাজধানীর কৃষিবিদ মিলনায়তন ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবিক প্রগতি' শীর্ষক যে উন্মুক্ত বক্তৃতা দিয়েছেন, তা কিছু বিষয়ে আমাদের নতুন করে ভাবনার উদ্রেক ঘটায়। তার বক্তব্যের সার কথাটি হল, মানবিক প্রগতি ছাড়া অর্থনৈতিক প্রগতি অর্জন কঠিন। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, আবার কখনও তা দ্বান্দ্বিকও হতে পারে। তবে উন্নয়নের সব ক্ষেত্রে মানবিক প্রগতির বিষয়টি বিবেচনায় না নিলে থেমে যেতে পারে অর্থনৈতিক অগ্রগতি। বস্তুত অমর্ত্য সেনের এ কথার মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতির সুফল গোটা সমাজে পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনীয়তাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। একটি দেশের অর্থনীতির সূচকগুলো ওপরের দিকে থাকতে পারে; কিন্তু শুধু এটিই জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নতির নিশ্চয়তা দেয় না। সর্বস্তরের মানুষ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল তখনই পেতে পারে, যখন সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হবে এবং কমে যাবে বৈষম্য। এতে দারিদ্র্যও হ্রাস পাবে। এটিই মানবিক প্রগতির মূল কথা।

আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাই। এজন্য চাই ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্প্রসারণ। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন বলেছেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, এটিই স্বাভাবিক। এতে বেসরকারি খাত সমৃদ্ধ হবে। বাড়বে সরকারের রাজস্ব। কিন্তু এক্ষেত্রে মানবিক উন্নয়নের দিকে সরকারের নজর না থাকলে এর বাণিজ্যিকীকরণ ঘটবে। এর ফলে বেড়ে যাবে সেবার মূল্য, যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সেবা খাতগুলো গণমানুষের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হবে। ধনীরা সেবা পেলেও বঞ্চিত হবে দরিদ্র মানুষ। অর্থাৎ অর্থনীতির উন্নতি হলেও এতে গণমানুষের উন্নতি হবে না। যে উন্নতির সুফল পাবে সর্বস্তরের মানুষ, সেটিই মানবিক প্রগতি। এটি নিশ্চিত করতে হবে সরকারি উদ্যোগে। এজন্য বেসরকারি খাতের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে একটি গ্রহণযোগ্য উপায় খুঁজে বের করতে হবে। একটি রাষ্ট্রের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য জনগণের যে সন্তুষ্টির প্রয়োজন, মানবিক প্রগতি অর্জনের মাধ্যমে তা নিশ্চিত হতে পারে।

অমর্ত্য সেনের এ জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যগুলো আমাদের অনুধাবন করতে হবে। তিনি অবশ্য বলেছেন, মানবিক প্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে। নারী উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো বিষয়গুলোতে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। তবে এ নিয়ে আত্মতৃপ্তির সুযোগ নেই। আমাদের সমাজে আয় ও সম্পদের বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। উন্নতির সুফল ভোগ করে মুষ্টিমেয় মানুষ। এক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা জরুরি।

অমর্ত্য সেন গণতন্ত্রের নানা দিক ও সীমাবদ্ধতা নিয়েও বক্তব্য রেখেছেন। এক্ষেত্রে তার একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, গণতন্ত্রে আলোচনা না করলে কোনো কিছু বদলানো সম্ভব হয় না। এ আলোচনার জায়গাটা ভারতবর্ষজুড়েই সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এ বাস্তবতায় বিদ্যমান গণতন্ত্রে যেটুকু মঙ্গলজনক তা গ্রহণ করে কীভাবে এ গণতন্ত্রকে আরও উন্নত করা যায় তার জন্য বিতর্কের সুযোগ কিংবা পরস্পরের আলোচনার সুযোগ তৈরি করতে হবে। একই সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে উন্নয়ন। আমরা আশা করব, অমর্ত্য সেনের এসব বক্তব্যের সারমর্ম অনুধাবনে সচেষ্ট হবেন সবাই। অর্থাৎ গণমানুষের সার্বিক মঙ্গলের মধ্যেই নিহিত আছে প্রকৃত উন্নয়ন। মুষ্টিমেয় মানুষের উন্নতি রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নতি নয়।

প্রথম আলো
Date:25-02-2015 Page 10, Col 1-2 Size: 09 col*inc

অমর্ত্য সেনের গণতন্ত্র দর্শন

মানবিক প্রগতি ও জবাবদিহি অপরিহার্য

বিশেষ কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের দিকে ইঙ্গিত না করে নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন গণতন্ত্র প্রসঙ্গে তিনটি কথা বলেছেন। প্রথমত, গণতন্ত্র সমুন্নত রাখতে হলে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র কতটা উৎকর্ষ লাভ করল, সেই বিতর্কে না গিয়েও এর বিকাশের প্রতিই নজর দেওয়া জরুরি। তৃতীয়ত, গণতন্ত্রে আলোচনা ছাড়া কিছু সম্ভব নয়। এর মধ্য দিয়ে তাঁর কোনো নতুন দৃষ্টিভঙ্গির নয়, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর এত দিনকার সুচিন্তিত অভিমত পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।

তবে সোমবার 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবিক প্রগতি' বক্তৃতায় তাঁর যেসব কথা আমাদের সমকালীন রাজনীতিতে বিবেচনার দাবি রাখে, তা হলো মানবিক প্রগতি ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার মধ্যে একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে। তাই বলে কেবল প্রগতি বা উন্নয়ন দেখিয়ে মানবিক প্রগতিকে দুর্বল করা গ্রহণযোগ্য হবে না। আগে গণতন্ত্র, না উন্নয়ন—এই কূট তর্ক থেকে অমর্ত্য দর্শনের দূরত্ব যোজন যোজন।

অমর্ত্য সেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে গণতন্ত্রের বহুমাত্রিকতা রয়েছে। এটা কেবল নির্বাচিত হওয়া বা ভোটযজ্ঞনির্ভর ব্যবস্থা নয়। আমাদের দেশে গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দিকটি যত বেশি দৈনন্দিন জীবনের আলোচনায় জেঁকে বসে, ততটাই কিন্তু অমর্ত্য নির্দেশিত জবাবদিহি, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মানুষের অংশগ্রহণের বিষয়টি উপেক্ষিত থাকে। অথচ এসব ছাড়া বহুপক্ষীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা দিয়েও গণতন্ত্র হবে না। আলাপ-আলোচনা ও জবাবদিহি থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতের মতো সামাজিক বিনিয়োগ বাড়ানোর সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যেমন, তেমনি গণতন্ত্রের উন্নয়নের সম্পর্ক রয়েছে।

নোবেল বিজয়ী এই অর্থনীতিবিদ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার অপরিহার্যতার ওপর জোর দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অর্জনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ অর্জন ধরে রাখার জন্যও যে উন্নয়নের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বহুমাত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংহত করার বিকল্প নেই, সে কথাটিও তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।